ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -২৭৮৮ (আগরতলা, ৮।১১)
ধর্মনগর, ৮ নভেম্বর, ২০১৮

সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গঠনে ক্লাবগুলিকে ভূমিকা নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল ধর্মনগর শহরের নয়াপাড়াস্থিত আমরা সবাই ক্লাবের এবং বি বি আই মাঠে ওয়াই এম এ সি ক্লাবের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সহধর্মিনী নীতি দেব, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, সমাজসেবী ভবতোষ দাস, রসিক রঞ্জন গোস্বামী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সঙ্গে ছিলেন। পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব উল্লিখিত দুইটি ক্লাবের সদস্য-সদস্যা ও এলাকার জনগণকে দেওয়ালীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী এই দুটি ক্লাবে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, রাজ্যব্যাপী কালী পূজা হচ্ছে। মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির আমাদের রাজ্যের শক্তিপীঠ। আমরা সবাই মায়ের সন্তান। আমরা কালী মায়ের পূজা করি। কালী মা অসুরনাশিনী। তিনি বলেন, অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে আগামীতে যাতে শুভ-সুন্দর, সমৃদ্ধি ও বৈভবশালী দিন আসে তার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ক্লাবগুলির কাজ হচ্ছে নিজ নিজ এলাকায় যারা অবৈধ কাজে লিপ্ত, অশুভ কাজে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও অশুভ চিন্তার বিনাশ, নারী নির্যাতন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার জন্য এগিয়ে আসা। ক্লাব অঞ্চলের মধ্যে যে পরিধিটা রয়েছে ঐ পরিধির মধ্যে যাতে কোনও মহিলা নির্যাতিতা না হন, তা দেখতে হবে। তিনি বলেন, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ার দিশায় সরকার কাজ করছে। তার জন্য নারী নির্যাতন মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও নেশামুক্ত সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করা সরকারের লক্ষ্য। তিনি বলেন, কোনও ব্যক্তি যেন গাঁজার ব্যবসা না করতে পারে, ব্রাউন সুগার কোন ছেলে-মেয়েকে দিতে না পারে সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এইসব কাজে ক্লাবগুলিকে এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী হীরা বানানোর কথা বলেছেন। ত্রিপুরাতে প্রত্যেকেই জানে হীরা মানে কি? হীরা মানে হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে অ্যান্ড এয়ারোয়েজ। কোন রাজ্যের ট্রান্সপোর্টেশনও কমিউনিকেশন যদি সুন্দর ও সঠিক হয় তবেই সে রাজ্য সুন্দর হয়ে উঠে। মায়ের কাছে আমরা সেটাই প্রার্থনা করব। যাতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে আসুরিক শক্তি থেকে মুক্ত করতে পারি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একদিন সব কাজ শেষ করা যাবে না। সময় লাগবে, ৪০-৫০ বছর যাবৎ একটা ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থাকে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে এখন চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্পিরিচুয়েল যে ট্যুরিজম একে ডেভেলাপমেন্ট করতে হবে। সরকার এর উন্নয়ন করবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়ন হবে। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। কোন

.....২য় পাতায়

ব্যক্তি যদি আগরতলা বিমানবন্দরে আসেন, বিমানবন্দরে নামার পর তাকে যাতে ট্যাক্সির জন্য বাইরে এসে অসুবিধায় পড়তে না হয় সে জন্য প্রি-পেইড ট্যাক্সির ব্যবস্থা আছে। দিল্লী, বোম্বে যেখান থেকে যিনি আসবেন তিনি হোটেল বুক করার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি বুক করতে পারবেন। এ ব্যাপারে আগের সরকারের কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের চেষ্টায় প্রি-পেইড ট্যাক্সি পেয়েছে মাতাবাড়ি যাওয়ার জন্য। আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে মাতাবাড়ি যাওয়ার জন্য ভলভো এ সি বাস পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ৩৭ লক্ষ মানুষের সরকার। ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর যে স্বপ্ন ত্রিপুরাকে শক্তিশালী রাজ্য তৈরী করা, মডেল স্টেট তৈরী করা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা, ভয়মুক্ত ত্রিপুরা তৈরী করা সেটা নিশ্চয়ই সফল হবে।

আমরা সবাই ক্লাবের প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবতোষ দাস সহ পূজা কমিটির কর্মকর্তাগণ দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল তুলে দেন। এছাড়া ধর্মনগর বয়েজ ক্লাবের আয়োজনে ধর্মনগর শিশুবিজ্ঞান উদ্যানের কালীপূজা প্রাঙ্গণে পূজা কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন পূজা কমিটির কর্মকর্তা আশীষ কুমার দেব। কালীপূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, ধর্মনগর মহকুমা শাসক সুব্রত দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উত্তর জেলার আধিকারিক চন্দন সরকার সহ জেলা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনের আধিকারিকগণ। ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবীগণ। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন গত ৬ নভেম্বর ‘আমরা সবাই’ ক্লাবের কালীপূজা মন্ডপের উদ্বোধন করেন।

******